১ম পাতার পর

ইসলাম শূন্য করতে

১. ইসলামী আইনের প্রাণ ফতোয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান

গত ৬ ডিসেম্বর ২০০৯-এ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান বলেন, বহুকাল আগে থেকে ফতোয়া সামাজিক কল্যাণের পথে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান গ্রামীণ নারী সমাজকে অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করতে এবং সেই সঙ্গে দেশে মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে অবিলম্বে সবধরনের ফতোয়া বন্ধের আহবান জানান। মানবাধিকার কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি এ আহ্বান জানান। (বাসস ৭ ডিসেম্বর ২০০৯, http://www.sonar-bangladesh.com/newsdetails.php?ID=881, জনকণ্ঠ ৯ ডিসেম্বর ২০০৯, http://www.daily-janakantha.com/news_view.php?nc=13

এরই পরিপেক্ষিতে ফতোয়া বন্ধের জন্য বিভিন্ন বাম ও কথিত নারীবাদী সংগঠন উদ্যোগ গ্রহণ করে। সবশেষে ৮ জুলাই, ২০১০-এ বাংলাদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুরের বেঞ্চ ফতোয়া নিষিদ্ধ করে রায় প্রদান করে। (কালের কণ্ঠ ৯ জুলাই, ২০১০ http://www.kalerkantho.com/)

ফতোয়া হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় জিজ্ঞাসার উত্তর। ফতোয়া না থাকলে ইসলামের প্রভাব থেকে জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত, পরিচ্ছন্ন ও স্বতন্ত্র বোধ, বিশ্বাস ও সংস্কৃতি ফতোয়া দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ফতোয়া নিষিদ্ধ করার এখতিয়ার কারো নেই। জনগণকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী সরকার সেই ফতোয়া নিষিদ্ধ করার সাহস দেখালো।

২. মাদরাসা শিক্ষার উপর আঘাত

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই মাদরাসা শিক্ষার উপর চরম আঘাত হেনেছে। তারা ক্ষমতায় এসেই সুস্পষ্টভাবে জানান দিয়েছে যে, তারা মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা চায় না। মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যা যা করণীয় সবই করা হচ্ছে। শুধু মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করা নয়; বরং মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে জমিনের সাথে মিশিয়ে দেয়ার চক্রান্ত বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার।

সরকারের শীর্ষস্থানীয় নীতিনির্ধারক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ কওমী মাদরাসাকে জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের সরকারের প্রকাশ্য ক্রুসেডের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের অল কিছুদিনের মধ্যেই। তিনি গত ১ এপ্রিল ২০০৯ 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯' বিষয়ক এক কর্মশালায় এ কথা বলেন। (প্রথম আলো ২ এপ্রিল ২০০৯, http://www.prothomlo.net/V1/archive/news_details_home.php?dt=2009-04-02) উক্ত কর্মশালায় তিনি আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের পর সংবিধান পরিবর্তনের ফলে দেশে জঙ্গিবাদের উদ্ভব হয়েছে। পরিবর্তিত সংবিধানে বলা হয়েছে আল্লাহর ওপর বিশ্বাসই হবে সব কাজের ভিত্তি। আর মাদ্রাসার লোকজন তো এটাই চায়। তারা কুরআনের আইন চায়। এভাবে আফগানিস্তানে যে সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব হয়েছে বাংলাদেশেও তার আগমন ঘটেছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের জঙ্গিবাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। (নয়াদিগন্ত ২ এপ্রিল ২০০৯, http://www.dailynayadiganta.com/2009/04/02/fullnews.asp?News_ID=137417) অর্থাৎ সংবিধানে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস থাকার কারণেই নাকি জঙ্গিবাদের সৃষ্টি।

মাদরাসাকে জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করে বর্তমান সরকার ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তা দিনে দিনে আরো ভয়াবহ আকার ধারন করছে। ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান দিনকে দিন আরো প্রকট হচ্ছে।

৩. মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা

মাদরাসা শিক্ষার বিরোধিতার সাথে সাথে মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের বিরুদ্ধে লেগেছে এবার সরকার। এ প্রসঙ্গে আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন, খুব শিগগিরই মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড বন্ধ করে দিয়ে দেশে জঙ্গি উৎপাদনের কারখানা বন্ধ করে দেয়া হবে। তিনি ২৩ জুলাই ২০১০, জাতীয় প্রেসক্লাবে আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগ আয়োজিত যুদ্ধাপরাধ ও জামায়াতের রাজনীতি শীর্ষক আলোচনায় এ কথা বলেন। http://www.banglaradio.ir/index.php/2010-04-21-08-29-09/2010-04-21-08-29-54/19982-2010-07-23-12-51-50.html

২৩ জুলাই ২০১০, জাতীয় প্রেসক্লাবে আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তৃতা কররছেন আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম

৪. সরকারের শিক্ষানীতি : নির্বাসনে ইসলাম

গত ৮ এপ্রিল ২০০৯, জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির সদস্য সংখ্যা প্রথমে ১৬ জন থাকলেও পরে দুজনকে কো-অপ করা হয়। ২ সেপেম্বর ২০০৯, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি তাদের প্রস্তাবিত প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেয়।(বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম) http://www.bdnews24.com/bangla/details.php?cid=10

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির ব্যাপারে বিভিন্ন মহল থেকে ব্যাপক আপত্তি উঠায় সরকার আবার রিভিউ করতে পাঠায়। রিভিউ করে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রী সভায় পাঠায়। মন্ত্রীপরিষদ ৩১ মে ২০১০ তা অনুমোদন করে। নাম দেয়া হয় অভিন্ন ধারার গণমুখী শিক্ষানীতি। অর্থাৎ মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষাকে এক করে ফেলার প্রচেষ্টা। আসলে কতটুকু রিভিউ হয়েছে এ প্রসঙ্গে ১ জুন ২০১০-এর দৈনিক জনকণ্ঠের রিপোর্ট দেখা যাক-

আরও কিছু ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে মৌলবাদীদের ঝামেলা এড়াতে কৌশলগতভাবে কিছু শব্দগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। তবে শিক্ষানীতিতে বড় ধরনের কোন মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়নি। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে 'অসাম্প্রদায়িক গণমুখী ও সেক্যুলার' শব্দ বলা হলেও চূড়ান্ত শিক্ষানীতিতে 'সেক্যুলার' শব্দটি বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক গণমুখী শব্দটি রাখা হয়েছে। তবে এর ফলে শিক্ষানীতি তার অসাম্প্রদায়িক চরিত্র হারায় নি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। http://www.dailyjanakantha.com/news_view.php?nc=15 সরকারের বহুল বিতর্কিত শিক্ষানীতি থেকে অতি কৌশলে ইসলামী তাহজীব-তমদ্দুনকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে। শিক্ষানীতিটি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে করে একটি শিশু কোনভাবেই ইসলামী আবহে বেড়ে উঠতে না পারে।

৫. বর্তমান সরকারের নারী নীতি : কুরআনে বর্ণিত ফরায়েজ আইনের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান

বর্তমান সরকার একটি নারী নীতি চূড়ান্ত করেছে যেখানে কুরআনে বর্ণিত ফরায়েজ আইনকে অস্বীকার করা হয়েছে। 'পিতার সম্পত্তিতে দুই কন্যার অংশের সমান এক ছেলের অংশ' সূরা আন-নিসায় বর্ণিত ফরায়েজ আইনের এ নীতির বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত ফরায়েজ আইন নাকি নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক- এই অভিযোগ এনে বর্তমান সরকার ইসলাম বিরোধী একটি নারী নীতি প্রণয়ন করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসি-না গত ১০ ডিসেম্বর ২০০৯ বেগম রোকেয়া দিবসে সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা দেন (দৈনিক সমকাল, ১১ ডিসেম্বর ২০০৯ http://www.samakal.com.bd/details.php?news=14 মুসলিম আইনে ছেলেরা বাবার সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার ভোগ করলেও একমাত্র সন্তান নারী হলে তিনি সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার পান না। এ বিষয়টি উল্লেখ করে শেখ হাসিনা রোকেয়া পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বলেন, 'এ নিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে, তা আমি যথাসময়ে প্রকাশ করব, নইলে অনেক মহল শরিয়তের দোহাই দিয়ে নানা কিছু বলতে শুরু করবে। এটা নিয়ে যখন কাজ করা হবে তখনি জানতে পারবেন।' (জনকণ্ঠ, ১১ ডিসেম্বর ২০০৯ (http://www.dailyjanakantha.com/news_view.php?nc=15 পরবর্তীতে ৮ মার্চ ২০১০ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তিনি আবারো বলেন, 'আমরা নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে চাই। সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন সম্পদে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা।' (http://www.ibnewsonline.com/ijtemanews.php?id=110) তিনি আরও বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা শিগগিরই নারী নীতি সময়োপযোগী করে অনুমোদন দিতে যাচ্ছি। (আমারদেশ ৯ মার্চ ২০১০, জনকণ ৯ মার্চ ২০১০ http://www.dailyjanakantha.com/news_view.php?nc=15 রোকেয়া দিবসে ওসমানী মিলনায়তনে বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । পিআইডি

৬. ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে ৭২-এর সংবিধানের দিকে সরকারের উল্টো যাত্রা

বর্তমান সরকার '৭২-এর সবিধানে ফিরে যেতে বদ্ধপরিকর। সংবিধানের ৫ম সংশোধনী উচ আদালত কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হওয়ায় সরকারের খায়েস অতি সহজে চরিতার্থ হতে যাচ্ছে। ফলে সরকার অতি দ্রুত '৭২-এর সংবিধানের দিকে ধাবিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, '৭২-এর সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক স্থাপনের অঙ্গীকার এসব বিষয় ছিল না; বরং ছিল ধর্মনিরপেতা ইত্যাদি। আর এ জন্যেই '৭২-এর সংবিধানের প্রতি এ সরকারের এহেন দুর্নিবার আকর্ষণ।

পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের মাধ্যমে দেশকে ধর্মহীন করার গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এ দেশের ৯৫ ভাগ মুসলমানদেরকে ধর্মহীন করার চক্রান্ত বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ-৮ : ধারা থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস বাদ দিয়ে অনুচ্ছেদ ১০: ধারায় মানুষের ওপর মানুষের শোধন হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। অনুচ্ছেদ ১২ : রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার ওপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে। ও অনুচ্ছেদ ৩৮ : ধারায় 'জনশৃকখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।'

উল্লেখিত ধারাসমূহ যোগ করে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এ দেশের মুসলমানগণকে ধর্মহীন করে একটি নাস্তিক দেশে পরিণত করার জন্যই এই সংশোধনী আনা হয়েছে। এই সংশোধনী বাস্তবায়ন করে দেশকে একটি ধর্মহীন অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৭. যুদ্ধাপরাধ ও জঙ্গির ধোঁয়া তুলে আলেম-উলামাদের নিশ্চিহ্ন করার পাঁয়তারা

বর্তমান সরকার যুদ্ধাপরাধ ও জঙ্গিবাদের ধোঁয়া তুলে এদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম-উলামা এবং ইসলামের খাঁটি অনুসারীদের বিরুদ্ধে দমননীতি অব্যাহত রেখেছে। দেশ ও দেশের জনগণের কল্যাণে কোন কাজে হাত না দিয়ে সরকার একটি মীমাংসিত ইস্যুকে 'মানবতা বিরোধী আইনের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার' তথা হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে যুদ্ধাপরাধ ও জঙ্গি ইস্যুতে ইসলামপন্থীদের নির্মূল করার দাজ্জালী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

৮. মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দেয়া, ইমামকে পিটিয়ে পুলিশে দেয়া

দেশের অবস্থা এতটা শ্বাসরুদ্ধকর যে, আওয়ামী লীগ ও তাদের অঙ্গসংগঠনের নির্যাতন, হুমকির হাত থেকে কেউই রেহাই পাচ্ছে না। তারা মসজিদ-মাদরাসা, মসজিদের ইমাম, আলেম-উলামাদের সব সময় হুমকির মধ্যে রেখেছে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০, হবিগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মীরা মসজিদ দখল করার জন্য মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এলাকার লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠলে পরে পুলিশ এসে তালা ভেঙ্গে মসজিদ খুলে দিতে বাধ্য হয়। (আমারদেশ, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০)

গত ৬ আগস্ট ২০১০ পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া চৌরাস্তা জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবদুল গণি জুমার নামাজের খুতবায় দেব নারায়ণ কর্তৃক কোরআন অবমাননার বিষয়ে সরকারের ভূমিকার সমালোচনা ও নামাজ শেষে মোনাজাতে দেশের শান্তি কামনা করে মহান আল্লাহর কাছে ইহুদি নাছারা এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত রাখার জন্য দোয়া করায় ইমামকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সরকারদলীয় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা ওই মোনাজাতকে সরকারবিরোধী বক্তব্য অভিহিত করে এ ঘটনা ঘটায়। ৭ আগস্ট পুলিশ ৫৪ ধারায় তাকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ করে। (আমারদেশ, ৮ আগস্ট ২০১০) সাধারণ একটি মুনাজাতও এরা সহ্য করতে পারে নি। এরা কতটা বেপরোয়াভাবে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে উঠে-পরে লেগেছে।

৯. মুসলিম উম্মাহর সাথে সম্পর্কের টানাপড়েন-এমনকি সৌদি আরবের বিরুদ্ধেও সরকারের বিষোদগার

সরকার মুসলিম উম্মাহর সাথে দূরত্ব বৃদ্ধি করে প্রকান্তারে ব্রাহ্মণ্য শক্তিকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। সরকারের এহেন অবস্থান এতটাই ন্যক্কারজনক ও উলঙ্গভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যে, এর ফলে ইতোমধ্যেই মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের একটি দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। সরকারের শীর্ষস্থানীয় নীতি নির্ধারকরা সৌদি আরবের বিরুদ্ধেও বিষোদগার করতে কুণাবোধ করছে না। এর ফলে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের চির আস্থার সম্পর্কের মধ্যে ইতোমধ্যেই ফাটল ধরেছে। আর এহেন পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদী অপশক্তিগুলো। এপ্রিল ০৭, ২০১০ (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম) http://www.bdnews24.com/bangla/details.php?cid=3 খোদ প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসিনাও কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভুত ও চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে সৌদি আরবকে জড়িয়ে জাতীয় সংসদে বক্তব্য রাখেন । গত ৫ এপ্রিল ২০১০ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে সৌদি আরবকে প্রভাবিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে বিরোধী দল। (নয়া দিগন্ত ৬ এপ্রিল ২০১০ http://www.dailynayadiganta.com/2010/04/06/fullnews.asp?News_ID=204621 এমনকি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী গত ৫ এপ্রিল ২০১০ মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলাদেশে যাতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হয় সে জন্য সৌদি আরব নানাভাবে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেন। (নয়া দিগন্ত ৬ এপ্রিল ২০১০, http://www.dailynayadiganta.com/2010/04/06/fullnews.asp?News_ID=2046157 এপ্রিল ২০১০ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির ভিআইপি এক সেমিনারে পরিকলনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) এ কে খন্দকার বলেন, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সৌদি আরব বিরোধিতা করলেও আমাদের কিছু যায় আসে না।'

(নয়া দিগন্ত ৮ এপ্রিল ২০১০, http://www.dailynayadiganta.com/2010/04/08/fullnews.asp?News_ID=204966 সৌদি আরবে বাংলাদেশের ২০ লাখ শ্রমিক কাজ করছেন। তাদের উপার্জিত অর্থ রেমিট্যান হিসেবে আমরা পাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী সহ সরকারের শীর্ষস্থানীয় নীতি নির্ধারকদের এ রকম উক্তি দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। এতে সৌদির সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে এবং সেখানে কর্মরতদের জন্যও বিপদের কারণ হতে পারে।

১০. ইসলামী সভা-সমাবেশের ওপর সরকারের অলিখিত নিষেধাজ্ঞা :

আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম-উলামারাও

শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ করার সাংবিধানিক অধিকার থেকে বর্তমান সরকার আমলে বঞ্চিত হচ্ছেন ইসলামের অনুসারীরা। তাদেরকে শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশও করতে দিচ্ছে না সরকার। উপমহাদেশের প্রবীণ আলেম আল্লামা মোহাম্মদ শফি সাহেবের ডাকা চট্টগ্রামের সমাবেশে সরকারের পেটোয়া বাহিনী যেভাবে আক্রমণ করেছে তা ইসলামের বিরুদ্ধে সরকারের ক্রুসেডীয় নীতিরই বহিঃপ্রকাশ। সরকারের দমননীতির কারণে বর্তমানে বহু আলেম-উলামা ও ইসলামী দল শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ করতে পারছেন না, এমনকি কারো কারো ওয়াজ-তফসির মাহফিলের ওপরও সরকার অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছে।

বাঁচতে চাইলে আ.লীগে

করা শুরু করল। তাদের রিমান্ডে নিলো। আমরা সাধারণ মানুষ নিশ্চুপ থাকলাম। জামায়াত-শিবিরকে গ্রেফতার করলে আমাদের কী? আমাদের তো আর ধরছে না। মাঝে মধ্যে খবর পেলাম, শিবির সন্দেহে সাধারণ শিক্ষার্থী গ্রেফতার। আবার অনেকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে পুলিশ এদের ছাড়ছে। আমরা ভাবলাম, পুলিশ আর কয় টাকাই বা পায়। বাড়তি ইনকাম না থাকলে ওদের চলাটা কষ্টকর। ওদেরও বউ পোলাপান আছে। কখনোই ভাবিনি অথবা ভাবি না, ছাত্রলীগ ও পুলিশের খপ্পরে আমাদেরও পড়তে হতে পারে। সপ্তাহখানেক আগে মেডিক্যাল কলেজের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার পাশে পুলিশের গাড়ি এসে থামল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চড়থাপ্পড় আর লাথি দিয়ে টেনেহেঁচড়ে আমাকে ওদের গাড়িতে তুলল। প্রশ্ন করল একজন, শিবির কেন করিস? কোনো সুযোগ না দিয়ে অনবরত চড়থাপ্পড় আর ঘুষি চলল। আমাকে যে কক্ষে রাখা হলো সেখানে আরো অনেক কিশোর ও তরুণ বয়সী ছেলে ছিল। ওরা সবাই সরকারি সন্ত্রাসীদের বেদম প্রহারে আহত। দুপুরের দিকে আমাকে আরেকটি কক্ষে নিয়ে এক পুলিশ বলল কোন্টা চাস? অস্ত্র মামলায় জেল, নাকি এক লাখ টাকা দিয়ে খালাস? এর পর আমার মোবাইল ফোন যেটি আগে কেড়ে নিয়েছিল, সেটি ধরিয়ে দিয়ে বাবাকে ফোন করে টাকা নিয়ে আসতে বলল। কাজটা করার পর আরেক পুলিশ এসে নতুন প্রস্তাব দিলো। বলল, তোর এ মোবাইল সেটে যতগুলো নম্বর আছে, সবগুলো নম্বরে ফোন করে তুই বিপদে আছিস বলে ৫০০ টাকা করে লোড করে দিতে বল। তার কথা অনুযায়ী এ কাজটাও করে দিলাম।

বাকি সব ছেলের সাথে একই রকম আচরণ করার পর সবার মোবাইল সেট কেড়ে নেয়া হয়। আমরা সারা দিন অভুক্ত থাকলাম। রাতে বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে থানায় এলেন। সাথে তার বন্ধু যিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগের এক নেতা। আওয়ামী লীগ করার কারণে মুক্তিযোদ্ধা খেতাবপ্রাপ্ত। এ নেতার কৃপায় পঞ্চাশ হাজারে আমাকে খালাস দেয়া হলো। ওখানে থাকতে জেনেছি, গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি আমাকে এ বিপদে ফেলেছিল। যারা শিবির করে তাদের নাকি এ রকম দাড়ি থাকে। আমাদের সাথে একটা ছেলে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর অ্যারেস্ট হয়েছিল। তার মাথায় টুপি থাকাই ছিল তার অপরাধ।

কতগুলো ছেলেকে স্থানীয় আওয়ামী লীগের ইশারায় রাতে বাসা থেকে ধরে আনা হয়েছিল। ছাড়া পাওয়ার পর যাদের থেকে ৫০০ টাকা করে নিয়েছিলাম, তাদের সব টাকা পরিশোধ করেছি। বন্ধুদের পরামর্শে নিজেকে অনেকখানি বদলে ফেলেছি। সব সময় গায়ে বাঙালি আর চে গুয়েভারা মার্কা জামা থাকে। রপ্ত করেছি সিগারেট টানা। নতুন মোবাইল সেটে অশ্লীল আর পর্নো ছবি রেখেছি। অর্থাৎ শিবিরের ছেলেরা যা করে না, সেসবে অভ্যস্ত হচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা, কদিন আগে যোগ দিয়েছি ছাত্রলীগে । কারণ আমি বাঁচলে বাপের নাম। জনগণের প্রতি আহ্বান, যারা মুখে দেশপ্রেমের স্লোগান ধরলেও অন্তরে আমার এ স্লোগানকে লালন করেন, তারা লীগের পতাকা তলে শামিল হয়ে ভালো খান, ভালো থাকুন এবং পুলিশি ঝামেলা থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখুন।